# গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণী।
# (ঘ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

## ১) প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ২৭,৫৯৫ টাকা ব্যয়।

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) কর্তৃক আইডিএ ঋণ চুক্তি নং-২৭২০ বিডির আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত কনসালটেন্সী সার্ভিসেস অন ডেভেলপমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিসটেম (ই, এস, এম, এস,) ইন পেট্রোবাংলা প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সনের হিসাব ০৮-০৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপক পেট্রোবাংলা, কাওরান বাজার, ঢাকা এর কার্যালয়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে বিল/ভাউচারাদি ও সংশ্লিষ্ট নথি পত্র পরীক্ষান্তে দেখা যায় যেঃ-

(ক) প্রকল্পের কর্মচারী নয় এমন দুই ব্যক্তিকে প্রকল্প তহবিল হইতে ওভারটাইম বাবদ ১২,৫৯৫ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

(খ) প্রকল্পের কোন ফটোষ্ট্যাট মেশিন নাই। অথচ একটি ফটোষ্ট্যাট মেশিন মেরামত বাবদ ১৫,০০০ টাকা খরচ করা হইয়াছে। এই উপর্যুক্ত অনিয়মের ফলে প্রকল্পের ২৭,৫৯৫ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

জনাব এ, কে, এম, আজিজুল হক, উক্ত সময় প্রকল্পের ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

এই বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করেন নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় আশু নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং ক্ষতি জনিত অর্থ সত্বর আদায় করতঃ প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

এই অনিয়মিত খরচের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

## ২) প্রকল্প বহির্ভূতভাবে ২,৫৩,২৪০ টাকা ব্যয়।

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলা কর্তৃক আইডিএ ক্রেডিট নং-২৭২০ বিডির অর্থায়নে বাস্তবায়িত গ্যাস অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প ব্যবস্থাপক পেট্রোবাংলা ঢাকা কার্যালয়ের বিল/ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি হইতে দেখা যায় যে, জুন/২০০১ এ মোট ২,৫৩,২৪০ টাকা ছুটি জনিত বেতন, পেনশন, কন্ট্রিবিউশন খাতে খরচযোগ্য দেখাইয়া প্রকল্প বাজেট বরাদ্দ হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে। কিন্তু টিএপিপিতে এই ধরণের খরচের জন্য কোন অর্থের সংস্থান রাখা হয় নাই। উপরন্তু এই জাতীয় কন্ট্রিবিউশনের প্রথা সরকারী আদেশ নং অর্থ/আইন বিধি/পেনশন/৩-পি-২৬/৯৪/১৭ তারিখ ১-৬-৯৪ (প্যারা-২.০৯) মূলে রহিত করা হইয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব কাজী শহিদুর রহমান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অনিয়মিতভাবে পেনশন ও ছুটি জনিত বেতন খাতে অর্থ স্থানান্তরের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও এই অনিয়মিতভাবে স্থানান্তরিত অর্থ প্রকল্প তহবিলে ফেরৎ প্রদান আবশ্যক।

৩) **সরকারী হিসাবে জমাযোগ্য অর্থ অনিয়মিতভাবে সংস্থার হিসাবে স্থানান্তর করায় ১,২১,৭৫,৮২৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তিতাস গ্যাস টি. এন্ড. ডি. কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১২৯৩ ব্যান (এস,এফ) এবং ও.ই.সি.এফ.বি.ডি.সি-১৮ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত তৃতীয় প্রাকৃতকি গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প পার্ট-সি এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়ে রক্ষিত রেকর্ডপত্র এবং ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিগত ২২-৪-২০০১ তারিখে ১,২১,৭৫,৮২৭.৪১ টাকা সংস্থার রাজস্ব হিসাব নম্বর ০৫০৮ জনতা ব্যাংক ( লোকাল অফিস দিলকুশা) এ সংস্থার পত্র নং-৭২০৫/১৫/৩০ তাং-১৯-৪-২০০১ বলে স্থানান্তর করেন। উক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমানের তারতম্যের কারণে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া পত্রে উলেখ করা হয়। কিন্তু উক্ত অর্থ প্রকল্পের ফিন্যান্সিয়াল ষ্টেটমেন্টে অন্যান্য সম্পদ কলামে ( Other resources ) Exchange Gains হিসাবে দেখান হয় নাই। এছাড়া প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত Exchange Gains অর্জিত হয়েছে তার সঠিক হিসাব অডিটকালীন সময় চাহিদা সত্বেও পাওয়া যায় নাই। ট্রেজারী রুল-৭ মোতাবেক সকল রাজস্ব প্রাপ্তী সরকারী কোষাগারে জমাযোগ্য।

উক্ত সময়ে প্রকৌশলী রইস সিদ্দিক, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং স্থানান্তরিত অর্থ ফেরৎ গ্রহণ ও সঠিক হিসাব প্রণয়নের প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

এই অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিকৃত অর্থ প্রকল্প তহবিলে স্থানান্তর করা আবশ্যক।

৪) **ব্যাংক সুদ বাবদ অর্জিত ১৯,৬৫,৩০৩ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তিতাস গ্যাস টি. এন্ড. ডি. কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১২৯৩ ব্যান (এস,এফ) এবং ও.ই.সি.এফ. বি.ডি.সি-১৮ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত তৃতীয় প্রাকৃতকি গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প পার্ট-সি এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়ে রক্ষিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের জিওবি ফান্ড এবং ইমপ্রেষ্ট অপারেটিং হিসাবে সুদ বাবদ ১৯,৬৫,৩০৩ টাকা অর্জিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-অম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৪৬/৯৭/৪৬৯ তাং-২০-৮-২০০০ অনুযায়ী উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমাযোগ্য। অর্জিত রাজস্ব সরকারী হিসাবে জমা না করায় সমপরিমান অর্থ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়।

উক্ত সময়ে প্রকৌশলী রইস সিদ্দিক, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায়জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অর্জিত রাজস্ব সরকারী খাতে জমার প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ উপেক্ষা করিয়া অর্জিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা না করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৫) **টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ১,২৬,৫০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তিতাস গ্যাস টি. এন্ড. ডি. কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১২৯৩ ব্যান (এস,এফ) এবং ও.ই.সি.এফ.বি.ডি.সি-১৮ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত তৃতীয় প্রাকৃতকি গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প পার্ট-সি এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদ ১,২৬,৫০০ টাকা অর্জিত হয়। কিন্তু উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। ট্রেজারী রুল-৭ অনুযায়ী উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমাযোগ্য।

উক্ত সময়ে প্রকৌশলী রইস সিদ্দিক, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অনিয়মটি জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ অতিসত্বর প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ উপেক্ষা করিয়া অর্জিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা না করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও অর্জিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৬) **পরামর্শক এবং ঠিকাদারের বিল হইতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ১,৫০,৯৪১ টাকা আদায় না করায় ক্ষতি।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তিতাস গ্যাস টি. এন্ড. ডি. কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১২৯৩ ব্যান (এস,এফ) এবং ও.ই.সি.এফ.বি.ডি.সি-১৮ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত তৃতীয় প্রাকৃতকি গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প পার্ট-সি এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়ে রক্ষিত বিল/ভাউচার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত পরামর্শকের পরিশোধিত অর্থের উপর চুক্তির শর্তানুযায়ী ( ধারা-৩ মোতাবেক) কোম্পানী কর্তৃক আয়কর ভ্যাট পরিশোধ করার কথা। তদানুযায়ী জুন/৯৮ পর্যন্ত আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ করা হইয়াছে যাহার ট্রেজারী চালান অডিটকালীন সময়ে দেখান হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীতে পরিশোধিত অর্থের আয়কর/ভ্যাট সরকারী হিসাবে জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালান নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয় নাই। যাহার ফলে ছকে বর্ণিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হওয়া যায় নাই।

| ক্রমিক নং | ঠিকাদারের নাম | আয়কর জমাযোগ্য | ভ্যাট জমাযোগ্য | মোট জমাযোগ্য আয়কর ও ভ্যাট |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মিঃ উইল কনপস | ২৬,০১৭.০০ | -- | ২৬,০১৭.০০ |
| ২ | মেসার্স গ্যাসুইন | ৭,৯৮৬.০০ | ৮২,৫৯০.০০ | ৯০,৫৭৬.০০ |
| ৩ | মেসার্স ন্যাশনাল ট্রেডিং র্পোরেশন | -- | ৪,৮৯৩.০০ | ৪,৮৯৩.০০ |
| ৪ | মেসার্স ন্যাশন বিল্ডার্স | -- | ১২,৮৪৭.০০ | ১২,৮৪৭.০০ |
| ৫ | মেসার্স ট্রেড কিং | -- | ১২,১৩১.০০ | ১২,১৩১.০০ |
| ৬ | মেসার্স প্রাইম ইলেকট্রিক | -- | ৪,৪৭৭.০০ | ৪,৪৭৭.০০ |
| | মোট = | ৩৪,০০৩.০০ | ১,১৬,৯৩৮.০০ | ১,৫০,৯৪১ |

উক্ত সময়ে প্রকৌশলী রইস সিদ্দিক, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অতিসত্বর প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

বর্ণিত রাজস্ব সরকারী খাতে জমা হওয়া আবশ্যক।

৭) **জি.ও.বি. ফান্ডের অব্যয়িত ৪,১৯,২২,৪৬৬ টাকা সরকারী খাতে জমা না করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তিতাস গ্যাস টি. এন্ড. ডি. কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১২৯৩ ব্যান (এস,এফ) এবং ও.ই.সি.এফ. বি.ডি.সি-১৮ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত তৃতীয় প্রাকৃতকি গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প পার্ট-সি এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে জিওবি ফান্ডের ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট এসটিডি-১৬৮ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, কাওরান বাজার, পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ৩০-৬-২০০১ তারিখে অব্যয়িত অর্থের পরিমান ছিল ৪,১৯,২২,৪৬৬.৪৮ টাকা । অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৩০-৮-২০০০ তারিখের আদেশ নং-এমএফ/এফ ডি/ডেভ-১/মিস-৪৬/৯৭/৪৬৯ অনুযায়ী উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা যোগ্য ছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা সরকারী হিসাবে জমা করেন নাই।

উক্ত সময়ে প্রকৌশলী রইস সিদ্দিক, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা পূর্বক প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ উপেক্ষা করিয়া অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৮) **জিওবি খাতের অব্যয়িত ৩,৮৬,২৯৫ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দেওয়া জনিত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক জার্মান অনুদানে বাস্তবায়িত টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর অয়েল এন্ড গ্যাস এক্সপ্লোরেশন এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৯-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে রূপালী ব্যাংক, মহাখালী শাখায় প্রকল্পের জিওবি খাতের ব্যাংক হিসাব নং-২০৬৯ এর ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩০-৬-২০০১ পর্যন্ত লেনদেনের পরে উক্ত হিসাবে ৩,৮৬,২৯৫ টাকা অব্যয়িত ছিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৩০-৮-২০০০ তারিখের নং-এম এফ/এফ ডি/ডেভ-১/মিস-৪৬/৯৭/৪৬৯ আদেশের ২.২৪ নং-অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাযোগ্য হইলেও প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক উহা করা হয় নাই। ফলে সরকারের ৩,৮৬,২৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব ইউসুফ আলী তালুকদার, প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে " ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে " বলিয়া প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান। কিন্তু কি ব্যবস্থা নেওয়া হইযাছে তাহা পরবর্তীতে জানানো হয় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং সত্বর আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা পূর্বক প্রমাণক সহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিকৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৯) **জিওবি খাত হইতে খরচকৃত ২১,৩৭,১৩৩ টাকার বিল ভাউচার অডিটে উপস্থাপন না করা জনিত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক জার্মান অনুদানে বাস্তবায়িত টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর অয়েল এন্ড গ্যাস এক্সপ্লোরেশন এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ০৯-০৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে আর্থিক বিবরণী হইতে পরিলক্ষিত হয় যে, জিওবি খাতে মোট খরচ ২৮,৮৩,০০০ টাকা। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উহার মধ্য হইতে মাত্র ৭,৪৫,৮৬৭ টাকা ব্যয়ের বিল ভাউচার অডিটে উপস্থাপন করে। অবশিষ্ট ২১,৩৭,১৩৩ টাকার অডিটযোগ্য কাগজপত্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অডিটের চাহিদানুযায়ী অডিটে উপস্থাপন করেন নাই।

সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ ও জিএফআর এর বিধি ১৯ এর বিধান অনুযায়ী অডিটের নিকট অডিটযোগ্য ভাউচার উপস্থাপন করা অডিটির দায়িত্ব। অডিটের নিকট অডিটযোগ্য ভাউচার উপস্থাপন না করায় সংবিধান ও জিএফআর এর বিধান লংঘিত হইয়াছে এবং ভাউচারগুলি অডিটের বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব ইউসুফ আলী তালুকদার, প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কর্তৃপক্ষ জানান যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত না থাকার কারণে বিল/ভাউচারগুলি অডিটে উপস্থাপন করা হয় নাই। এই জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অডিট অফিস হইতে জুলাই/২০০০ মাসেই অডিট বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইয়াছে। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অতিসত্বর ভাউচারগুলি অডিটের ব্যবস্থা করিয়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও জি এফ আর এর বিধি লংঘন করিয়া অডিটের নিকট অডিটযোগ্য বিল/ভাউচার উপস্থাপন না করার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভাউচারগুলি অডিটের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

১০) **আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত না করায় ৩৮,২৫,০০০ টাকা ক্ষতি।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ কর্তৃক এডিবি লোন নং-১২৯৩ ব্যান (এস,এফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত তৃতীয় প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প (তিতাস গ্যাস অংশ)এর ১৯৯৯-২০০০ সালের হিসাব ১৯-০২-২০০১ হইতে ২৩-০২-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে নথিপত্র হইতে দেখা যায় যে, নেচারাল গ্যাস রেগুলেটিং এবং মিটারিং ষ্টেশন স্থাপন ও কমিশনিং কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। পাঁচটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান দরপত্রের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে " মেসার্স লার্জন টার্বো ইন্ডিয়া" কোম্পানী সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত হয় এবং সেই মোতাবেক তাহাকে কার্যাদেশ প্রদানের প্রস্তাব করা হয় ( সংযুক্তি ডি-১, ডি-২ সংযুক্ত)। কিন্তু বর্ণিত ঠিকাদার কাজ করিতে অনীহা প্রকাশ করেন। Bid Security bond এর ১৮.৭ ক্লজ এ বর্ণিত আছে যে, " The Bid Bond will be enchased by TGTDCL if the successful Bidder does not accept award, does not excercise the Contract or does not furnish the Performance security Bond within the time stated in the instruction of Bidders" উক্ত শর্তমতে ঠিকাদার চুক্তি সম্পাদনে অনিহা প্রকাশ করায় তাহার Earnest Money বাজেয়াপ্ত যোগ্য ছিল। ফলে শর্তানুযায়ী ঠিকাদারের আর্নিষ্ট মানি ৭৫,০০০ ডলার ( সমপরিমাণ ৩৮,২৫,০০০ টাকা) বাজেয়াপ্তযোগ্য। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করেন নাই। ফলে ৩৮,২৫,০০০ টাকা ক্ষতি হয়। যাহা চুক্তির শর্তের পরিপন্থী।

উক্ত সময়ে প্রকৌশলী রইস সিদ্দিক, প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় অনিয়মটি প্রতিবেদন আকারে ২৯-৩-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়া বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় । ইহার পরও কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারী পত্র লিখা হয় । তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

বর্ণিত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

১১) **সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে বাড়ীভাড়া প্রদান করায় প্রকল্পের ১,৪৩,৪০০ টাকা ক্ষতি।**

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ কর্তৃক এডিবি লোন নং-১২৯৩ ব্যান (এস,এফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত তৃতীয় প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প (তিতাস গ্যাস অংশ)এর ১৯৯৯-২০০০ সালের হিসাব ১৯-০২-২০০১ হইতে ২৩-০২-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে বাড়ীভাড়ার চুক্তিপত্র এবং বিল/ভাউচার হইতে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে বাড়ীভাড়া চুক্তি করেন। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার নং-অ-১০৮/৭৯-৮৩(অংশ)/২৩০ তারিখ ২১-৫-৯৫ অনুযায়ী কাওরান বাজার এলাকাতে প্রতি বর্গফুটের জন্য বাড়ীভাড়া নির্ধারিত সর্বোচ্চ ৬.৭৫ টাকা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রতি বর্গফুটের জন্য ভাড়া প্রদান করেন ১৮.৭০ টাকা। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে ১,৪৩,৪০০ টাকা। উল্লেখ্য যে এই ক্ষেত্রে বাড়ী ভাড়ার জন্য টেন্ডার করা হয় নাই এবং বেশী ভাড়ার জন্য/ভাড়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া হয় নাই। যাহা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা আদেশ নং-অম/অবি.উঃগঃশাঃ/৩/৯৬/২৬৭ তারিখ-২২-২-২০০০ এর ক্রমিক নং-২৪ এর সুস্পষ্ট লংঘন।

উক্ত সময়ে প্রকৌশলী রইস সিদ্দিকী, প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় অনিয়মটি প্রতিবেদন আকারে ২৯-৩-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় অনিয়মটি ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ উপেক্ষা করিয়া অতিরিক্ত হারে বাড়ী ভাড়া করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও বর্ণিত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা আবশ্যক।